

আমলির স্বর্ণালী স্বপ্ন

একটি ছোট মেয়ের অলৌকিক অন্বেষণ

আমলির জন্ম মায়ানমারের রাখাইনে। সে তার গ্রামের স্কুল ভালবাসতো এবং তার কাঠের পুতুল দিয়ে খেলতে পছন্দ করতো। ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত জীবন সহজ ছিল, কিন্তু সেই দিনটিতে সবকিছু বদলে যায়। একদিন রাতে বন্দুক হাতে কিছু লোক এবং ছিনতাইকারীদের একটি দল বাড়িতে আক্রমণ করে তার মাকে হত্যা করে এবং বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। সে আর কখনও তাদের দেখেনি। তার মনে পড়ে যে সে চিৎকার করছে এবং তার চাচা তাকে কোলে তুলে নেয়। সেই রাতেই তারা সীমান্তের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ এবং অবিশ্বাস্য যাত্রা শুরু করে। তারা বাংলাদেশ সীমান্তের কুতুপালং এ পৌঁছানোর পর তার চাচাকে তাকে একজন বিধবার তাঁবুতে রেখে কাজের সন্ধান খোঁজতে হয়। হঠাৎ সে একেবারে একা হয়ে যায়।

আমলি আতঙ্কিত। সে রাতে তার শক্ত বিছানায় মাদুরের মধ্যে কেঁদে উঠে। সে তার মাকে ভীষণ মিস করে। তার কাছে শুধু তার মার শাড়ির ছেড়া টুকরোটি আছে, যা ছিড়ে যায় যখন তারা মাকে টেনে হিঁচড়ে তার কাছ থেকে নিয়ে যায়। প্রতি রাতে আক্রমণকারীদের কাছে ধরা পড়ার দুঃস্বপ্ন দেখে, সে চিৎকার করে জেগে উঠে।



তার জ্বর হয় এবং একজন চিকিৎসা কর্মী তাকে ভ্যাকসিন দিতে স্থানীয় চিকিৎসা তাঁবুতে নিয়ে আসেন। দয়ালু নার্স তাকে জড়িয়ে ধরে তার সাথে প্রার্থনা করেন। তাকে দেখে রাখতে এবং সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেন। তার ইচ্ছা ছিল ওই নার্সের সাথেই থাকে যেতে।

সেই রাতে সে একটি স্পষ্ট স্বপ্ন দেখে। দেখে সে একটি বিপজ্জনক পথে যাত্রা করছে। সে সেই পথটি চিনতে পারে যে এই পথেই সেই দুর্ভাগ্যজনক রাতে কুতুপালংয়ে নিয়ে আসে। সেই পথটি ছিল অসম্ভব কঠিন কিন্তু প্রতিটি ধাপে সে একজন সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তির সাহায্যে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

বাড়ের মাধ্যে

ঘন কাডের মেঘ মাথার ঊপর বজ্রতে থাকে।
আমলির তাঁবুর চারপাশে বজ্রপাত এবং বিদ্যু
চমকতে থাকে। তার হৃদয় ধড়ফড় করে। তার
আম্মার কথা মনে পড়ে যায় "যখন বিপদে তখন
প্রার্থনা করো"। সে তাই করে, এবং তাতে
তার প্রদীপটি তার তাঁবুটিকে একটি নরম
ঊষ্ণ আন্মায় ঊঁরে যায়।

প্রিয় প্রভু। দয়া করে আমাকে
নিরাপদে রাখুন। আপনি জানেন
আমি কাড এবং অঙ্গকারকে
অনেক ভয় পাই!

তুমি যদি বল, "প্রভু আমার আশ্রয়" এবং যদি তুমি সর্বশক্তিমানকে তোমার বাসস্থান কর তবে
তোমার কোন ক্ষতি হবে না তো মার তাঁবুর কাছে কোন বিপর্যয় আসবে না

সিংহের সাথে চলা

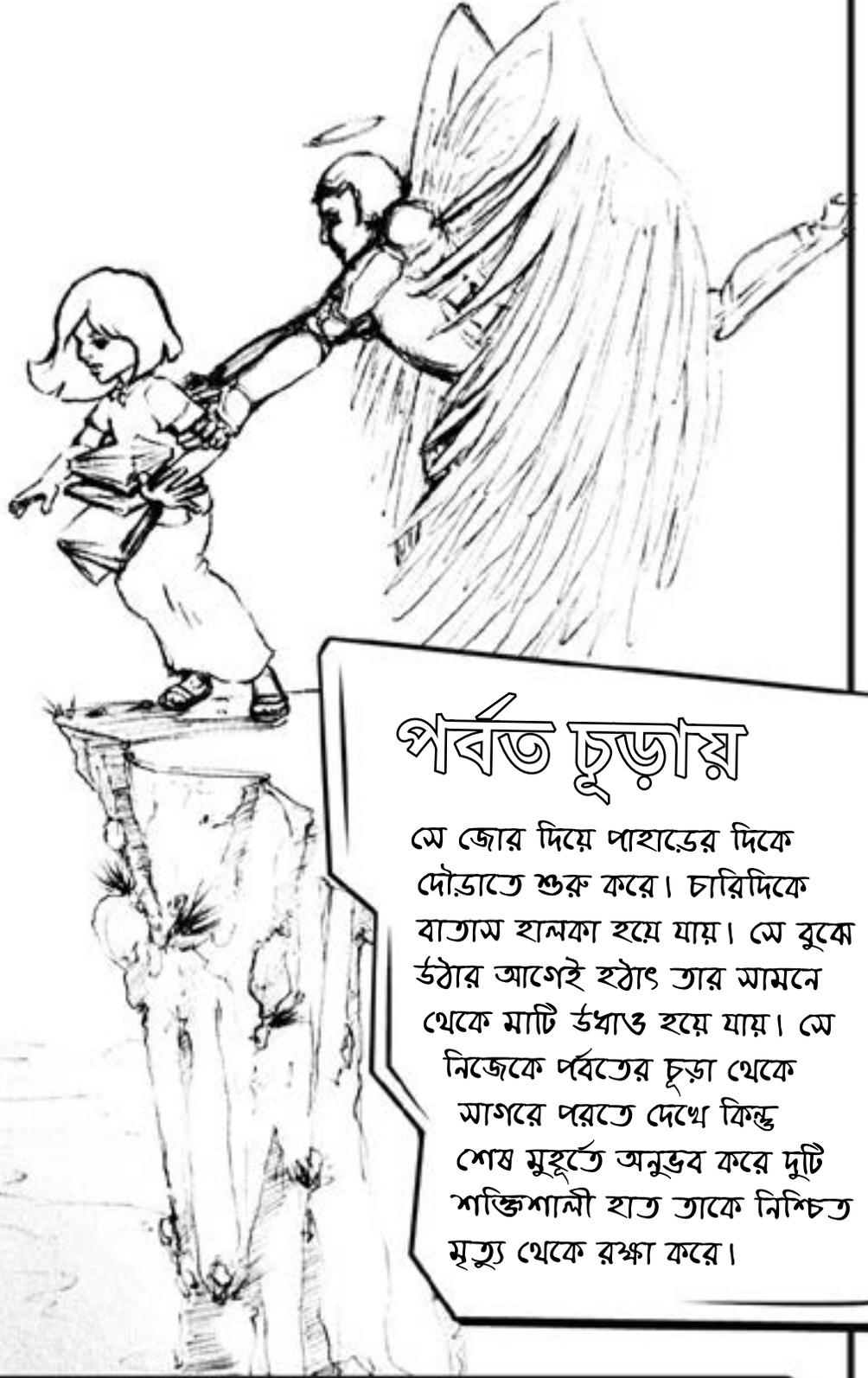
যখন সূর্য ঝটল, আমলি নিজেকে একটি
ছায়াময় প্রান্তরে খুঁজে পায়। সে নিজের ব্যাগ
শক্ত করে ধরে এগিয়ে যায়। সে চারপাশে
তাকিয়ে দেখে এক দল সিংহ ক্রিমাচ্ছে এবং
অলমভাবে তাকে দেখছে। সে একটি হিশ
শব্দ শুনে এবং নীচে পায়ের দিকে তাকিয়ে
দেখে একটি সাপ।

ওহ মাগো! আমার
সাপের উপরে পা
পরেছে!



তুমি সিংহ এবং সাপের মধ্যে অনাহত অবস্থায় হাঁটবে

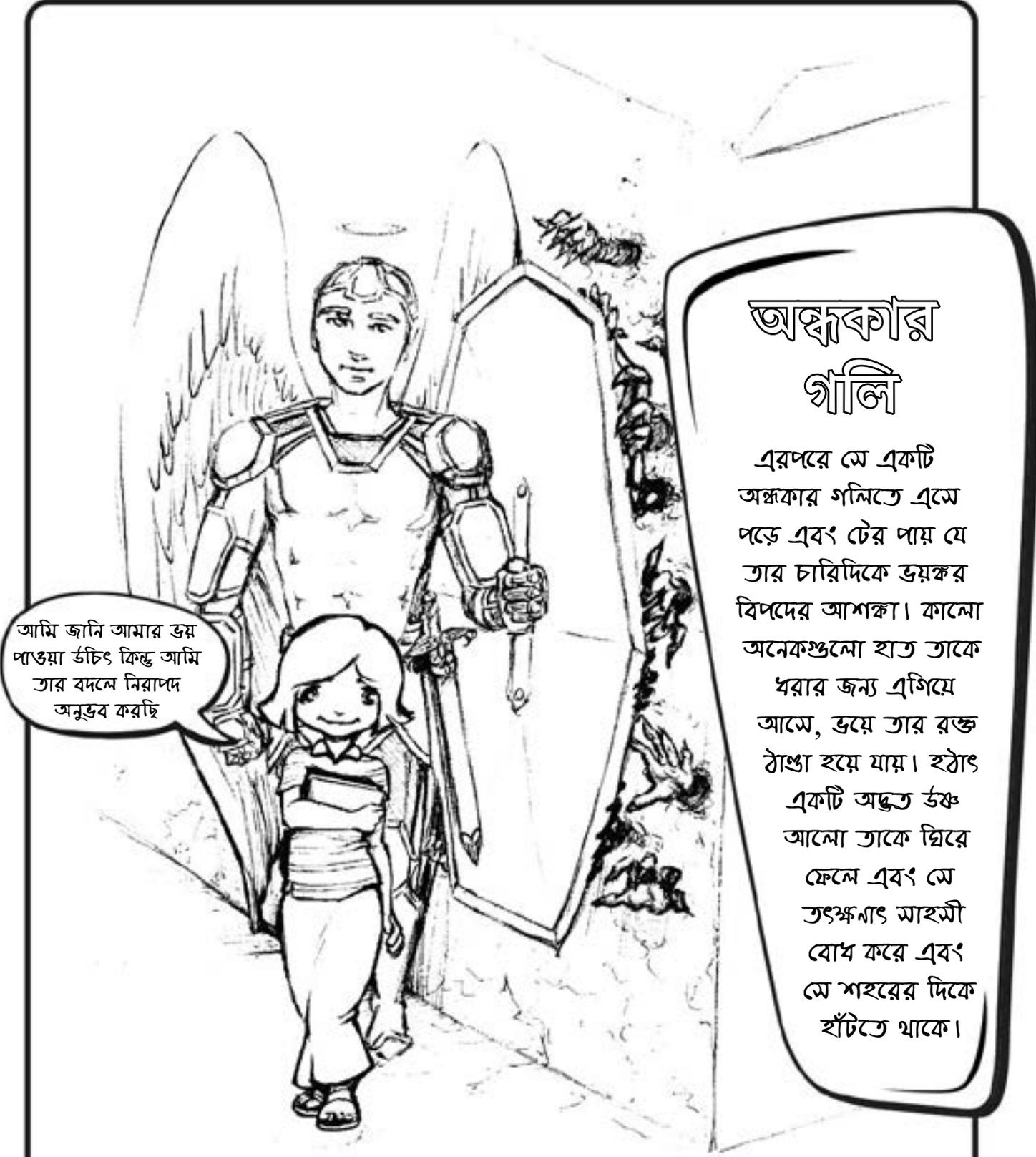
আমায় বাঁচান!



পর্বত চূড়ায়

মে জোর দিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করে। চারিদিকে বাতাস হালকা হয়ে যায়। মে বুকে ঝঠার আগেই হঠাৎ তার সামনে থেকে মাটি উধাও হয়ে যায়। মে নিজেকে পর্বতের চূড়া থেকে আগরে পরতে দেখে কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনুভব করে দুটি শক্তিশালী হাত তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

কারণ তিনি তোমার বিষয়ে তাঁর স্বর্গদূতদের আদেশ করবেন তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করার জন্য তারা তোমাকে তাদের হাতে তুলে নেবেন যেন কোন পাথরের সাথে তোমার পায়ে আঘাত না লাগে।



আমি জানি আমার ভয়
পাওয়া ঝঁচিং কিন্তু আমি
তার বদনে নিরাপদে
অনুভব করছি

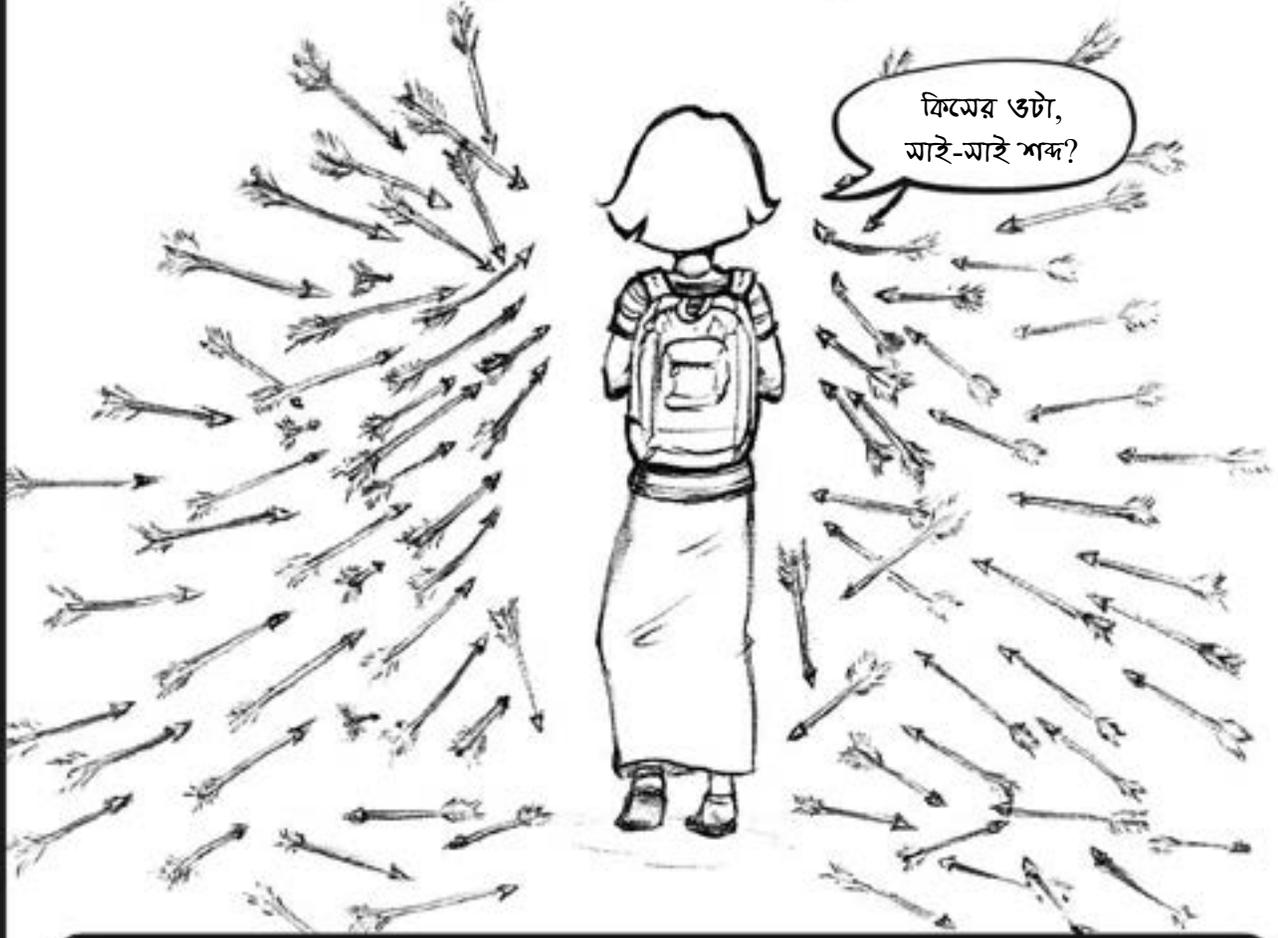
অন্ধকার গলি

এরপরে যে একটি
অন্ধকার গলিতে এমে
পড়ে এবং টের পায় যে
তার চারিদিকে ভয়ঙ্কর
বিপদের আশঙ্কা। কানো
অনেকগুলো হাত তাকে
ধরার জন্য এগিয়ে
আমে, ভয়ে তার রক্ত
ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হঠাৎ
একটি অদ্ভুত ঝঁক
আনো তাকে ছিরে
ফেনে এবং যে
তৎক্ষণাত্ মাহমী
বোধ করে এবং
যে শহরের দিকে
হাঁটতে থাকে।

তিনি তোমাকে গোপন ফাঁদ থেকে উদ্ধার করেন তোমাকে রক্ষা করেন মারাত্মক বিপদ থেকে।

তীরের শিঙ্গ

যখন যে শহরে পৌঁছায় তখন মধ্যরাত। সমস্ত দোকান বন্ধ।
যে আলোর দিপকুঞ্জ এবং দীর্ঘ ছায়া ভরা ভেজা রাস্তার মধ্য
দিয়ে তাঁর পথ খুঁজে নেয়। হঠাৎ এক হাজার তীরের আই-আই
শব্দ। যে আতংকে থমকে ওঠে, তাঁর হৃৎপিণ্ড খড়ফড় করতে
শুরু করে যখন যে দেখার জন্য ঘুরে তাগায়, খুব অদ্ভুত
একটি ঘটনা ঘটে। তীরগুলি একটি অদৃশ্য ঢালে আঘাত
করে এবং শব্দহীনভাবে মাটিতে পড়ে যায়।



কিছুই ভয় কর না! রাতের সন্ধান বা দিনের বেলা উড়ে আসা তীরকে ভয় কর না।

শান্তির ঘুম

আমলি যখন সেই রাতে তার মাদুরের কাছে ফিরে এল তখন যে তার সুরক্ষাকারী স্বর্গদূতকে স্বপ্নে দেখে। তাঁর নামের অর্থ হল "তিনিই যেইজন যিনি স্বর্গে পিতার মুখ দেখেন"। তার ছিল এক বিশাল ঢাল, যা তিনি ওর বিছানার পাশে রাখেন, তাঁর তরোয়ালটি ধারালো এবং প্রস্তুত। আকাশে একটি যুদ্ধ চলছে, অস্ত্রকার হেরে যাচ্ছিল এবং আলো বিজয়ী হচ্ছিল। চারপাশে স্বর্গদূতগণ দাঁড়িয়ে আছে, যে তাদের গান শুনতে পারছে। যে শান্তিতে ঘুম দিল। এক মাঝে পরে প্রথমবারের মতো, যে মুখে হাসি নিয়ে ঘুম দিল।



আমার মন ভরে গেছে। আমি
হাসি থামাতে পারছি না। আমি
আশা করছি এই স্বপ্ন যেন
চিরকাল স্থায়ী হয়।

যদিও অন্যরা সকলেই ডানে বায়ে ছিটকে ঝরে পড়বে, কোনো খারাপ তোমাকে অতিক্রম করতে পারেনা।
তুমি অক্ষত অবস্থায় থাকবে, এবং দূর থেকে সবকিছু দেখবে। দুষ্টদের লাশে পরিণত হতে দেখবে। হ্যাঁ,
কারণ প্রভু তোমার আশ্রয়।

সেই রংধনু

মে তার জীবন কাহিনী ভরা একটি বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কিছু কিছু অধ্যায় মিল করা, আর কিছু অধ্যায় বাস্তব হয়েছে। মে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তার জীবনে খারাপ ঘটনা ঘটে? মে অনুভব করে ভালোবাসার অনুভূতিতে তার ঘর ভরে উঠে। সময় যেন থেমে গেছে। মাদা পোশাকে পরিহিত একজন ব্যক্তি তাঁর পাশে বসে। ভালোবাসার অরল চাহনি তার চোখে ছিল। তিনি বললেন, "আমি যীশু"। এবং তখন মনে হল যেন তাকে চারদিক থেকে রংধনু ছিরে রেখেছে। তার অমস্ত প্রশ্ন মোদ পায় এবং মে দিপামিত বেঞ্জির মত অমস্ত কিছুকে উপভোগ করতে থাকে। মে পারবে এই যাত্রা সম্পূর্ণ করতে। মে তাঁকে বিশ্বাস করল এবং তার গল্পটি ভালভাবে শেষ হতে চলেছে।

আমনি, আমি তোমাকে কখনও ছাড়ব না, ত্যাগ করব না!

যদি তুমি মহান স্রষ্টার অন্তরালে থাক, তাহলে তার ডানা তোমায় ঢেকে রাখবে তার নিচে তুমি আশ্রয় পাবে।

প্রভু আমি আপনাকে আমার হৃদয়
দিনাম। আপনি আমার জীবনে আসুন,
আমার পাপ ক্ষমা করুন। আমি এখন থেকে আপনার
অনন্ত জীবনের ঊপহার গ্রহণ করলাম। নিরাপদে আমাকে ঊঁচুতে স্থাপন
করুন। যীশু আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার নাম বিশ্বাস করি এবং
আপনার ঊপরে নির্ভর করি। আমি জানি যে আপনি কেগনদিন আমাকে ত্যাগ
করবেন না এবং যখন আমি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটি, না, তখনও না! কারণ
আপনি আপনার বাকেয় প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি আমার জীবন হাতে
অর্পণ করি।
আমেন

যদি আরও তথ্য জানতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:

www.Jatra360.com